দি মুসলমান পত্রিকায়

রোকেয়া প্রসঙ্গ

দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ

সংকলন ও সম্পাদনা

লায়লা জামান

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ৩১৩৮

পাণ্ডুলিপি
গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রাকর
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য
চল্লিশ টাকা

THE MUSSALMAN PATRIKAI ROKEYA PROSHANGA (Miscellaneous writings of and about Begum Rokeya published in the English Journal 'The Mussalman'), compiled and edited by Dr. Laila Zaman. Published by Shamsuzzaman Khan, Director, Research-Compilation-Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition : December 1994. Price : Taka 40·00 only.

ISBN 984-07-3147-5

উৎসর্গ

বড় ফুপু হেনা ইমাম
ও
আম্মা মোজকুরা দিলীর-কে

প্রবেশক

সওগাত পত্রিকা সম্পর্কে গবেষণার সময় কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে The Mussalman পত্রিকার দুষ্প্রাপ্য ফাইল দেখার সুযোগ হয়েছিল। পরে ১৯৮৬ সালে বাংলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক আমার শিক্ষক, ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামাল 'জীবনী গ্রন্থমালা'র জন্য আমাকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবনী লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বইটি লেখার সময় ওই পত্রিকার বেশ কিছু তথ্য ব্যবহার করি। পরিশিষ্টে সংযোজন করেছিলাম GOD GIVES, MAN ROBS রচনাটি। এটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত।

এই ছোট সংগ্রহে The Mussalman-এ প্রকাশিত রোকেয়ার স্বল্প কয়েকটি রচনা ও তাঁর সম্পর্কিত প্রতিবেদন ইত্যাদি সংকলন করেছি। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পত্রিকার সব সংখ্যাই জীর্ণ ; ব্যবহারের প্রায় অযোগ্য। সব সংখ্যা দেখার সুযোগও হয় নি।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উপন্যাস *পদ্মরাগ* (১৯২৪) ছাড়া তাঁর অন্যান্য বইয়ে (*মতিচুর* দু-খণ্ড : ১৯০৪, ১৯২২ এবং *অবরোধবাসিনী*, ১৯৩১ ও *সুলতানাজ ড্রিম*, ১৯০৮) সংকলিত রচনাসমূহ গ্রন্থে প্রকাশের আগে সাময়িকপত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ লাভ করে। *মতিচুর* প্রথম খণ্ডের রচনাগুলি *নবপ্রভা*, *মহিলা* ও *নবনূর*-এ প্রথম প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় খণ্ডের রচনাসমূহ *আল-এসলাম*, *নবনূর*, *সওগাত* ও *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়* প্রথম প্রকাশিত হয়। *অবরোধবাসিনী*র রচনাসমূহ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায়। আর *সুলতানাজ ড্রিম* মাদ্রাজের *ইন্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিনে* ১৯০৫-এ প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল।

*রোকেয়া রচনাবলী*র "পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী" অংশে সংকলিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল *নবনূর*, *সওগাত*, *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা*, *সত্যাগ্রহী*, *মাসিক মোহাম্মদী*, *সাহিত্যিক*, *মোয়াজ্জিন* এবং *মাহে-নও* (মরণোত্তর প্রকাশ) পত্রিকায়।

এ ছাড়া তাঁর কিছু রচনা *নওরোজ*, *গুলিস্তাঁ*, *সাধনা*, *ধূমকেতু*, *ভারত মহিলা* পত্রিকায়ও প্রকাশ পায়। *ভারত মহিলা* থেকে *প্রেম রহস্য* রচনাটি এই বইয়ের "পরিশিষ্টে" সংযোজন করেছি। *প্রেম রহস্য* রোকেয়ার কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। রচনাটি এই পত্রিকার প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩১৩) প্রকাশিত হয়েছিল।

রোকেয়ার কিছু ইংরেজি রচনা *দি মুসলমান* পত্রিকায় পত্রস্থ হয়েছিল। তার মধ্যে দুটির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ ছাড়া এ পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি চিঠিপত্রও প্রকাশিত হয়। এগুলি কোন রোকেয়া-গ্রন্থভুক্ত হয় নি কিংবা *রোকেয়া রচনাবলী*তেও সংকলিত হয় নি। রোকেয়া রচনাবলীর পূর্ণতর ভাবী সংস্করণ প্রস্তুতিতে এই সংকলিত রচনা-সম্ভার সহায়ক হবে, আশা করি।

এই সংকলন প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন জনাব শামসুজ্জামান খান ও ড. সুকুমার বিশ্বাস। বইটি প্রকাশের জন্য অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

লায়লা জামান
১৭.১১.১৯৯৪

ভূমিকা

মৌলবি মুজিবর রহমান (১৮৬৯–১৯৪০)–সম্পাদিত ইংরেজি সংবাদপত্র *দি মুসলমান*–এ (১৯০৬–৩৬) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০–১৯৩২) বেশ কিছু রচনা ও চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এসব রচনা এখনো তাঁর 'রচনাবলী'তে অগ্রন্থিত রয়েছে ; আবদুল কাদির–সম্পাদিত *রোকেয়া–রচনাবলী*[১]তে সংকলিত হয় নি। রোকেয়ার জীবনীকার ও গবেষকেরা যে–সব রচনা ও পত্রাদির কোন সন্ধান পান নি বা উল্লেখ করেন নি,[২] আমরা সেরকম কয়েকটি অগ্রন্থিত রচনা ও চিঠি এখানে আলোচনা ও সংগ্রহ করেছি। এ সকল অগ্রন্থিত রচনা ও তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। রোকেয়ার প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী এবং আমাদের শিক্ষা–সংস্কৃতির ইতিহাস পুনর্গঠনে এসব দুষ্প্রাপ্য তথ্য মূল্যবান উপাদানরূপে বিবেচিত হতে পারে।

দি মুসলমান পত্রিকায় প্রকাশিত রোকেয়া–রচনা ও পত্রাবলীতে তাঁর সাহিত্যচিন্তা নয়, সমাজচিন্তাই মূর্ত হয়েছে।

এই সংকলনে এসব রচনার ভিত্তিতে স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় তাঁর সংগ্রাম ও ত্যাগ–তিতিক্ষার পরিচয় দান, কলকাতার মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যমরূপে উর্দু–বাংলা বিতর্ক সম্পর্কে তাঁর মতামতের উপস্থাপনা, মুসলিম মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন–আয়োজনে রোকেয়ার ভূমিকা ও তাঁর মনোভাব অনুসন্ধান এবং উল্লিখিত দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার ছিন্নপত্র থেকে তাঁর রচনা–সংকলন করা হয়েছে।

নিজেকে বরণীয় বা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা অথবা স্বামীর স্মৃতি সংরক্ষণ বা বৈষয়িক উন্নতি — রোকেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে এর কোনটাই ক্রিয়াশীল ছিল না। মুসলমান মেয়েদের দুরবস্থা ও দুর্গতি তাঁকে পীড়িত করেছে। মুসলমান মেয়েরা যেন তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে পারে, তারাও যেন মুক্তবুদ্ধির চর্চা করে আত্মবিকাশ করতে পারে, এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই রোকেয়া ১৯১১ এর ১৬ মার্চ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন।

ঐ সময়ের কলকাতায় অবস্থিত স্কুলগুলোর পরিসংখ্যানে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে,

ঐ বছর পর্যন্ত কলকাতায় মেয়েদের জন্যে বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল এবং ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলসহ সাতটি উচ্চ বিদ্যালয় ও ছটি এম. ই. স্কুল, পাঁচটি

ভার্নাকুলার স্কুল, ৪১টি উচ্চ প্রাথমিক এবং ৪১টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিলো। মুসলমান মেয়েদের জন্য নিম্ন প্রাথমিক উর্দু স্কুল ছিলো ১৪টি, ২৫টি কোরান স্কুল অর্থাৎ মক্তব। কিন্তু একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিলো না অথবা বাংলাভাষী মুসলমান বালিকাদের জন্যেও একটি স্কুলও ছিলো না।[৩]

সমকালীন ইতিহাসেও দেখা যায় শুধু মুসলমান মেয়ে কেন পুরুষদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার তেমন ঘটে নি। এ সময়ে মুসলমান-সম্পাদিত কয়েকটি প্রগতিশীল পত্রিকা এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (১৯১১) বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রাগ্রসর চিন্তার বীজ বপন করে। বাঙালি মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতা ও প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি রোকেয়াকে বিচলিত করে।

আলোচ্য ও সংকলিত রচনাসমূহে রোকেয়ার উৎকণ্ঠা ও একই সঙ্গে সামাজিক বাধা প্রতিহত করার দৃঢ় মনোবল প্রকাশিত। তাঁর এই মনোবল ও নিষ্ঠা বাঙালি মুসলমান মহিলাদের অগ্রগতির পথে অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শুধু বাঙালি মুসলমান মহিলা নয়, সমগ্র মুসলমান সমাজে রোকেয়ার ভূমিকা প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদের মন্তব্য স্মরণীয় :

> ... মিসেস আর. এস. হোসেনের প্রতিভা একালের ভগ্নহৃদয় মুসলমানের জন্য এক দৈব আশ্বাস। নিবাত নিষ্কম্প মুসলমান অন্তঃপুরে যদি এহেন বুদ্ধির দীপ্তি, মার্জিত রুচি, আত্মনির্ভরতা ও লিপিকুশলতার জন্ম হয়, তবে আজো ভয় কেন বাংলা মুসলমানের ঘোচে না? তবে আজো কেন নিজেকে পরিবেষ্টনের সন্তান ও জগতের অধিবাসী বলে পরিচিত করবার সাহস তার হয় না?[৪]

দি মুসলমান পত্রিকায় ১৯০৮ থেকে ১৯৩২ অর্থাৎ রোকেয়ার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর যেসব রচনার সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি নিবন্ধ God gives man robs, একটি আবেদন, তিনটি সুদীর্ঘ প্রতিবাদপত্র, একটি প্রতিবেদন, স্কুলের প্রসপেকটাস এবং নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পেয়েছে।

ঐ পত্রিকায় এই সময়ে রোকেয়ার এসব রচনা ছাড়াও তাঁর *মতিচুর* (প্রথম খণ্ড, দ্বি-স ১৯০৭) ও ইংরেজি পুস্তিকা Sultana's Dream (১৯০৮)-এর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা,[৫] সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ ও সম্পাদকীয়, রোকেয়ার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভার খবর, রোকেয়ার স্কুল ও সোহরাওয়ার্দীয়া বেগম সম্পর্কে ছদ্মনামধারী তিন জনের চিঠি, রোকেয়ার স্কুলে উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বিষয়ে রফিকুর রহমানের দুইটি চিঠি ও নওশের আলী খান ইউসফজয়ীর (১৮৬৪-১৯২৪)[৬] একটি চিঠি, কলকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লেডিজ কনফারেন্সের ৬ষ্ঠ অধিবেশন সম্বন্ধে একটি প্রতিবাদলিপি, *মতিচুর* ও *সুলতানাজ ড্রিম*-এর বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছিল।

উল্লিখিত রচনাসমূহে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের পরিচালনায় আর্থিক ও সামাজিক অসুবিধায় রোকেয়ার উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ, স্কুলে শিক্ষার মাধ্যমরূপে উর্দু প্রচলন

এবং বাংলা মাধ্যম চালু রাখতে না-পারার কারণ ও পটভূমি ব্যাখ্যা, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের ব্যাপারে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে রোকেয়া যে প্রতিবেদন ও প্রতিবাদলিপি রচনা ও প্রকাশ করেছেন তার পরিচয় বিধৃত।

স্কুল পরিচালনায় যে বাধাবিঘ্ন ঠেলে তাঁকে চলতে হয়েছে প্রায় নিঃসঙ্গ ; তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা, তাঁর হতাশা ও অসহায়ত্ব, তাঁর বঞ্চনা ও ক্ষোভ, ক্রোধ ও কৌতুকবোধ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এসব লেখায়।

আবার *দি মুসলমান* সম্পাদক মৌলবি মুজিবর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহমর্মিতার প্রমাণও আছে এ সকল লেখা প্রকাশে তাঁর সহায়তায়। সম্পাদক মৌলবি মুজিবর রহমান সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে (৭ তারিখে) আবুল কাসেমের সম্পাদনায় ইংরেজি সাপ্তাহিক *দি মুসলমান* কলকাতা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার ম্যানেজার মুজিবর রহমান পরবর্তীকালে ("after a month and a half") এর সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকাটি সপ্তাহে তিন দিন (মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবারে) প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯৩২ সালের ৮ই জুলাই থেকে তা দৈনিকে রূপান্তরিত হয়।

(দ্র. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ. ২০৮)

এই পত্রিকাটির গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

··· *The Mussalman* is the unique regular English journal that was published from Bengal for long three decades (1906-36).

The main motive behind launching the paper as an organ of Muslim public opinion (as its name signifies) was to safeguard the interests of the Muslim community, furthering their progress, achieve Muslim solidarity and maintain cordial relationship with the non-Muslims. ...

One of the substantial contributions of the journal has been to create a group of young writers and pressmen notably Mohammad Wajed Ali (1896-1954), Abul Mansur Ahmed (1897-1979) and Abul Kalam Shamsuddin (1897-1978), whose contributions to the shaping of the Bengali Muslim intelligentsia was of great significance in our national life. Among the writers of *The Musslaman* the most prominent were Rokeya Sakhawat Hossain (1880-1932), Muhammad Shahidullah (1885-1969), Abdul Karim (1863-1943), S.Wajed Ali (1890-1951), Syed Emdad

Ali (1880-1956), Abu Lohani (1892-1929), M. Azizul Huque (1892-1947) and some Hindu authors.

(দ্র. Introduction, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত Selections from The Mussalman 1906-08, কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯৪)।

এই পত্রিকার ইতিহাস লিখেছেন আবুল ফজল তাঁর *সাংবাদিক মুজিবর রহমান* গ্রন্থে এবং মুজিবর রহমানের ভূমিকার বিশ্লেষণ করেছেন আনিসুজ্জামান (পূর্বোক্ত *সিলেকশানস ফ্রম দি মুসলমান*-এর 'ফোরওয়ার্ড'-এ)।

রাজনীতিক ও সাংবাদিক মৌলবি মুজিবর রহমান এবং তাঁর সম্পাদিত *দি মুসলমান* পত্রিকা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যসাধনা এবং তাঁর নারীশিক্ষা-আন্দোলনে যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তার ইতিবৃত্ত এখনো রচিত হয় নি। রোকেয়ার রচনা ও পত্রাদি এবং তাঁর বইয়ের সমালোচনা-বিভাগ ছাড়াও এই ইংরেজি সাময়িকপত্রে রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের প্রসপেকটাস থেকে শুরু করে কর্মকাণ্ডের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, *দি মুসলমান* পত্রিকার প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী সংখ্যাও বিদেশের ও ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের "বাণী"র সঙ্গে রোকেয়ার "অভিনন্দন-বাণী" প্রকাশ করে ১৯২৬ ও ১৯২৭-এ।

দি মুসলমান পত্রিকার ফাইল বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য ; আমরা সব সংখ্যা দেখার সুযোগ পাই নি। তবে অনুমান করি, এই বইয়ে সংকলিত রচনাদি ছাড়াও রোকেয়ার আরো বেশ কিছু রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকবে। *দি মুসলমান* পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহ রোকেয়ার কোন গ্রন্থভুক্ত না-হওয়ার একমাত্র কারণ হতে পারে এই যে, *সুলতানাজ ড্রিম* পুস্তিকাটি ছাড়া তাঁর কোন ইংরেজি গ্রন্থই প্রকাশিত হয় নি। পরবর্তীকালে *রোকেয়া-রচনাবলী*তে সংকলিত না-হওয়ার কারণ, অনুমান করি, এই পত্রিকার দুষ্প্রাপ্যতা। একমাত্র কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে *দি মুসলমান* পত্রিকার প্রায়-পুরো-ফাইল সংরক্ষিত আছে আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আছে দুটি বিশেষ সংখ্যা। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে *দি মুসলমান*-এর মাইক্রোফিল্ম সংগৃহীত হয়েছে বলে জানা গেছে।

রোকেয়া নিজে তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেও *দি মুসলমানের* উল্লেখ করেছেন। (দ্র. গোলাম মুরশিদ, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া/নারী প্রগতির একশো বছর*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১৬৬) ; রোকেয়ার মৃত্যুর আগের রাতে লেখা অসমাপ্ত রচনায়ও *দি মুসলমান* পত্রিকার কথা আছে। (দ্র. মোশফেকা মাহমুদ, *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫, পৃ. ৩২)।

এই পত্রিকায় সম্পাদক মুজিবর রহমান এবং রোকেয়া ছাড়াও দেশী-বিদেশী অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের রচনা পত্রস্থ হতো। পত্রিকার লেখক-তালিকায় ছিলেন অন্যান্যের মধ্যে মিসেস এ. ই. সলোমন, আবদুল করিম, মিস মমতাজ শাহনওয়াজ, ডাঃ আর. আহমদ, বিমলেন্দু ধর, ডবলু. ইসলাম, ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, "জাহিদা", মুর্শিদাবাদের নবাব, অধ্যাপক আলতাফ হোসেন, ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ, খাজা নুরুদ্দীন, সামী, এম. ইলমুদ্দিন, অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জী, স্যার এ. কে. গজনবী, স্যার আজিজুল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এস. ওয়াজেদ আলী, সৈয়দ এমদাদ আলী, তসদ্দক আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন প্রমুখ।

মুজিবর রহমান ও রোকেয়া দুজনেই নারীশিক্ষার আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। মুজিবর রহমান সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন : He was a champion of female education.

(দ্র. আনিসুজ্জামান, "Foreword", *Selections from The Mussalman* 1906-08, কলকাতা, ১৯৯৪)।

নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুবক-সম্মিলনী বর্ধমান অধিবেশনে (১৯২৭) সভাপতির অভিভাষণে মুজিবর রহমান যে ভাষণ প্রদান করেন তাতে তিনি বলেন,

> স্ত্রীশিক্ষা যে সমাজের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা বোধ হয় এই বিংশ শতাব্দীতে আপনাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। জনগণের অর্ধেক অজ্ঞান তিমিরে মগ্ন থাকিলে সমাজের উন্নতি সম্ভবপর হয় না। শিশু যখন মায়ের বক্ষের ক্ষীরধারা পান করিতে থাকে, তখন হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। ... সুতরাং আপনারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দান করুন, তাহাদিগকে জ্ঞানলাভে সহায়তা করুন। ...পুরুষগণের স্বার্থপরতাই স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা হইতে দূরে রাখিয়াছে। যদি পুরুষগণের এই স্বার্থপরতা উন্নত রুচিসম্মত হইত, তবে আজ নারীগণের অবস্থা ভিন্নরূপে পরিবর্তিত দেখিতাম। তাহা হইলে সেই স্বার্থপরতাই নারীগণকে শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে পুরুষের উপযুক্ত সঙ্গিনী এবং সমাজের কল্যাণপ্রসূতি করিয়া তুলিত। (*সওগাত* কার্তিক ১৩৩৪ উদ্ধৃত, আবুল ফজল, *সাংবাদিক মুজিবর রহমান*, পৃ. ৫৫-৫৬)।

নারীশিক্ষা সম্পর্কে *চ্যাম্পিয়ন অব ফিমেল এডুকেশন* মুজিবর রহমান স্বাভাবিকভাবেই রোকেয়া-প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল এবং আনজুমানে খাওয়াতিন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কাজে সক্রিয় সহায়তা করেছেন।

রোকেয়ার প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হলে *দি মুসলমান* তথা তার সম্পাদক মুজিবর রহমানের কথা উপেক্ষিত হবে না, আশা করা যায়। *দি মুসলমানের* ইতিবৃত্ত রচিত হলেও এর অন্যতম প্রধান লেখিকা রোকেয়ার অবদান লিপিবদ্ধ হবে।

"খাতুন" স্বাক্ষরিত রোকেয়ার একটি আবেদন *দি মুসলমানের*[১০] ফেব্রুয়ারি ১৯১১ সংখ্যায় প্রকাশ পায়। "এ প্রোপোজড গার্লস স্কুল" শিরোনামে এই পত্রেই রোকেয়া তাঁর স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার ঘোষণা প্রকাশ করেন। অবশ্য ১৯০৯-এ তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ বছরেই বিহারের ভাগলপুরে স্কুলটির সূচনা করেছিলেন।

ঐ আবেদনপত্র প্রকাশের পাঁচ সপ্তাহ পরেই কলকাতা শহরে ওয়ালিউল্লাহ লেনে স্কুলটি চালু হয় (লোয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত করার আগে কিছুদিন ইউরোপীয়ান এ্যাসাইলাম লেনেও স্কুলটি চালু ছিল)।

দি মুসলমান-সম্পাদক সমীপে লেখা এই আবেদনে মুসলমান সাধারণের অবগতির জন্য রোকেয়া জানান যে, কড়াকড়িভাবে পর্দার ("ইন স্ট্রিক্ট অবজারভেন্স অব পর্দা") ব্যবস্থা করে তিনি মেয়েদের জন্য একটি স্কুল শুরু করতে ইচ্ছুক। রোকেয়া লিখলেন, আমার প্রিয়তম স্বামী মরহুম মৌলবি সাখাওয়াত হোসেন বি. এ. নারীশিক্ষার জন্য দশ হাজার টাকা দান করে গেছেন। ঐ অর্থের আয়ই (বার্ষিক ছয় হাজার টাকা) কেবল ব্যয় করবো না, আমি আমার নিজের সকল শক্তি ও সময় স্কুল পরিচালনায় নিয়োজিত করবো। কিন্তু স্বামী-প্রদত্ত ঐ তহবিল যথেষ্ট না-হওয়ায় তিনি দানশীল মুসলমান জনসাধারণকে এই প্রকল্প সফল করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়ানোর আবেদন জানান।

যে সব মুসলমান বোন এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে চান, রোকেয়া তাঁদেরকে ১৩ নম্বর ওয়ালিউল্লাহ লেনের বাড়িতে আলোচনার আমন্ত্রণ জানান। যাঁরা ঠিকানা জানিয়ে খবর দেবেন, তাঁদের সঙ্গে রোকেয়া নিজে দেখা করে আলোচনা-বৈঠকে বসতে রাজি বলেও ঐ চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

আর. এস. হোসেন-স্বাক্ষরিত 'করেসপনডেন্স' কলামে ১৯১৩ সালের ১০ জানুয়ারি সংখ্যা *দি মুসলমান*-এ মুদ্রিত পত্রের বিষয় মফস্বলের মেয়েদের সুবিধার জন্য স্কুলসংলগ্ন একটি ছাত্রীনিবাস স্থাপনের পরিকল্পনা। এই পত্রে রোকেয়া জানান যে, তাঁদের স্কুলে উর্দু ভাষায় শিক্ষা দান করা হয় তবে যারা বাংলা ও ইংরেজির মাধ্যমে পড়াশোনা করতে চায় তাদের জন্য বাংলা ও ইংরেজি শেখাবার আলাদা নিয়মিত ক্লাশ শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, স্কুলের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজেই সরকারি মঞ্জুরি পাওয়া গেছে। তবে একটি শর্তে — জনসাধারণের কাছ থেকেও ভাল অঙ্কের চাঁদা সংগ্রহ করতে হবে।

রোকেয়া স্বীকার করেন, তাঁর সাহায্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান সমাজের কাছ থেকে তিনি উপযুক্ত সাড়া পান নি। স্কুলের দরকারি জিনিসপত্র ও গাড়িঘোড়া কেনার জন্য আরো দুশো আশি টাকা সংগ্রহ করতে না-পেরে তাঁর মন দুঃখ ও হতাশায় ভেঙে পড়ে।

এই চিঠিতে পত্রলেখিকা উল্লেখ করেন যে, ছাত্রীদের একটি বাস কেনার অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি মাসখানেক আগে *দি মুসলমান* পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের কিছু বই কম-দামে বিক্রি করবেন বলে। তিনি জানান রমজান মাসে মাত্র ছয়

টাকার বই বিক্রি হয়েছে। *ইন্ডিয়ান ল রিপোর্টের* এক সেটের দাম এক শো দুই টাকা আর রোকেয়া মাত্র একান্ন টাকায় এই মূল্যবান সেটটি বিক্রি করে দিতে চেয়েছেন কিন্তু কেনার জন্য কোন লোক পান নি।

ঐ পত্রে রোকেয়া মুসলমান সমাজ সম্পর্কে দুঃখ করে বলেন, এসব লোক মেয়েদের একটি স্কুলের ভার গ্রহণ করতে পারে না, তারা আবার বিশ্ববিদ্যালয় চায়। তিনি লেখেন যে, কেউ সঙ্গতভাবে প্রশ্ন করতে পারেন, যে সম্প্রদায় মেয়েদের শিক্ষাকে অবহেলা করে তাদের আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কি প্রয়োজন?

রোকেয়া ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, আপনারা সমাজ থেকে মেয়েদেরকে বিতাড়িত করতে পারছেন না বা অতীতকালের আরবদের মতো আপনাদের কন্যাদের জ্যান্ত কবর দিতে পারছেন না।

পত্রিকার একই সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলামে রোকেয়ার ত্যাগের ও শ্রমের উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করা হয় যে, সরকার সতেরো শো টাকার মতো অনুদান দিয়েছেন কিন্তু ছাত্রীদের বাস ও অন্যান্য উপকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হয় নি।

সংকলিত রচনাসমূহের তৃতীয়টি একটি প্রতিবাদপত্র। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে জনাব আর. (রফিকুর) রহমানের এক পত্রে প্রকাশিত অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন রোকেয়া। জনাব রফিকুর রহমানের অভিযোগপত্র মুদ্রিত হয়েছিল ২৫ মে ১৯১৭ সংখ্যায়। রোকেয়া তার জবাব দেন ছ-মাস পরে ৩০ নভেম্বর ১৯১৭ সংখ্যায়।

"এডুকেশন অব বেঙ্গলি-স্পিকিং মোসলেম গার্লস" শিরোনামে প্রকাশিত ঐ চিঠিতে জনাব রফিকুর রহমান এই মর্মে মত প্রকাশ করেছিলেন যে, কলকাতায় বাংলাভাষীরা বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান মেয়েদের বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় এমন কোন স্কুল নেই। তিনি বলেন, বাঙালি মুসলমান মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র কোন বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে আর দেরি না-করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

এর জবাবে রোকেয়া "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল" শিরোনামে যে পত্র লেখেন তার মর্ম : আমি সাত বছর যাবৎ এই শহরে বাস করছি। এই সময়ে বেশ কিছুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কাউকেই আমি বাংলায় কথাবার্তা বলতে শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না। যদিও তাঁদের মুখে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ও ভুল উর্দু শুনেছি। আমি তাঁদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলা শুরু করেছি কিন্তু তাঁরা উর্দুতে জবাব দিতেই আগ্রহী। বাংলার অধিবাসী হয়েও বলেন যে, তাঁরা বাংলা ভুলে গেছেন। তাঁর কেবল খারাপ উর্দু বলতে পারেন কিন্তু তবু তাঁরা উর্দুতেই বলবেন।

রোকেয়া তাঁর আলোচ্য সুদীর্ঘ প্রতিবাদলিপিতে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলেন, ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পনেরো ষোলটি ছাত্রী নিয়ে ওয়ালিউল্লাহ লেনে যখন তাঁর স্কুল শুরু করেন তখন তিনি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইংরেজি পড়াতেন এবং স্থানীয়

অধিবাসীদের মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রিয় করার জন্য ইংরেজি শব্দের অর্থ বাংলায় বুঝিয়ে বলার রীতি প্রবর্তন করেন। অচিরেই ছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছ থেকে তাঁর কাছে অনুরোধ আসতে থাকে ইংরেজি বোঝাবার জন্য যেন মাধ্যমরূপে উর্দু ব্যবহার করা হয়।

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককালে কলকাতায় যে দুই-তিনটি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, সেখানেও উর্দুর মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হয় কারণ অভিভাবকরা উর্দুকেই বেশি পছন্দ করেন বলে রোকেয়া উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলছেন, বিগত কয়েক বছর ধরে সরকার বয়স্কা ও বিবাহিতা পর্দানশিন মুসলিম পরিবারের মেয়েদের পড়া, লেখা ও সূচিকর্ম শেখাবার জন্য ছয় জন উর্দুভাষী শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করেছেন। ঐ শিক্ষয়িত্রীরা বোরকা পরে তাঁদের ছাত্রীদের বাড়ি গিয়ে পড়ান। তাঁরাও উর্দুই পড়ান, বাংলা নয়। কিন্তু বাংলাভাষী ছাত্রীদের উর্দু পড়ানোতে কেউ কোন অভিযোগ করেন নি।

রোকেয়া প্রশ্ন উত্থাপন করেন, বাংলা শেখার চাহিদা থাকলে সরকার কেন বাংলার পরিবর্তে উর্দু শেখাচ্ছেন? এর কারণ, রোকেয়ার মতে, কলকাতায় পর্দানশিন মুসলমান মেয়েরা বিনা বেতনেও বাংলা শিখতে চায় না। কলকাতার মুসলমান জনসাধারণ যদি বাংলা স্কুল চাইতেন তবে এত বছরেও এ রকম একটি স্কুল স্থাপিত হয় নি কেন — এই প্রশ্ন করে রোকেয়া বলেন, এটা অবশ্যই ঠিক নয় যে, আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য বাংলার পরিবর্তে উর্দু শেখাচ্ছি।

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের (১৯১৬) আয়োজন করার সময় রোকেয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বাংলায় কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবেন। বাংলা কবিতা আবৃত্তি করার জন্য চার পাঁচ জন ছাত্রী নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয় একজন বাঙালি শিক্ষয়িত্রীকে। এক সপ্তাহ পরে ঐ শিক্ষয়িত্রী বলেন, কোন ছাত্রীই বাংলা বলতে পারে না। রোকেয়া বলেন, এটা কি করে সম্ভব? কলকাতার মেয়েরা বাংলা বলতে পারে না? ঐ শিক্ষয়িত্রী জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, ওরা এক রকমের বাংলা পারে, তবে আপনি নিজে শুনে বিচার করুন।"

বাংলা বলতে ও বুঝতে পারে এমন অল্প কয়েক জন ছাত্রীকে নির্বাচন করা হলো। এক সপ্তাহ পরে আবার ঐ শিক্ষয়িত্রী জানালেন যে, মেয়েরা যদিও কবিতা মুখস্থ করেছে, তাদের উচ্চারণ খুবই খারাপ ও বিদেশীদের মতো।

রোকেয়া ইউরোপীয় মহিলাদের অদ্ভুত উচ্চারণে বাংলা বলতে শুনেছেন কিন্তু তিনি দেখলেন বাঙালি মেয়েদের উচ্চারণ তাদের মতো না-হলেও এরাও কিছুটা বিদেশীদের মতোই উচ্চারণ করে। তিনি আবার নতুন করে ছাত্রী নির্বাচন করলেন এবং বহু চেষ্টা করে পুরস্কার-বিতরণ-অনুষ্ঠানের জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিলেন। কিন্তু তারা কিছুতেই "কত

পাখি" উচ্চারণ করতে পারলো না ; উচ্চারণ করে "কোতো পাখি" এবং "বণিকের বালা"কে উচ্চারণ করে "বণকের বালা"।

এই সুদীর্ঘ প্রতিবেদনপত্রে রোকেয়া তাঁর স্কুলে বাংলা শাখা পরিচালনায় এক বছরের নানা বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ছাত্রীর অভাবে হয়তো পরের বছর থেকে তাঁর স্কুলে বাংলা শাখাটি বন্ধ করে দিতে হবে।

কলকাতার বাঙালি মুসলমান অভিভাবকদের তাদের কন্যাদের বাংলা শেখাবার ব্যাপারে অনীহা, এবং রোকেয়ার ক্ষোভ, হতাশা, উৎকণ্ঠা, বিরক্তি ও অসহায়তার পরিচয় ফুটে উঠেছে ২০ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখে লেখা এই নিবন্ধপ্রায় পত্রে। একই ধরনের একটি চিঠি সাপ্তাহিক *মোহাম্মদী*তেও মুদ্রিত হয়েছে বলে তাঁর এক বছর পরের আরেক চিঠিতে জানা যায়।

এক বছর পরে, ১১ ডিসেম্বর ১৯১৮ রোকেয়া একই বিষয়ে আরো একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি ২০ ডিসেম্বর ১৯১৮ সংখ্যা *দি মুসলমান* পত্রিকায় পত্রস্থ হয়। এই চিঠিতে রোকেয়া তাঁর স্কুলে ছাত্রীর অভাবে ১৯১৯-এর জানুয়ারি থেকে বাংলা শাখাটি বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেন।

বাংলা ভাষার প্রতি কলকাতার বাঙালি মুসলমানদের মনোভাব সম্পর্কে রোকেয়া আট বছর পরে ১৯২৭-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ওয়াই ডবলু সি এ হলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে পঠিত ভাষণে উল্লেখ করেন,

> ষোল বৎসর যাবৎ এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনার ফলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, এখানকার মুসলমানেরা মাতৃহীন — অর্থাৎ তাহাদের মাতৃভাষা নাই। তাহারা উর্দুকে মাতৃভাষা বলিয়া দাবী করে বটে, কিন্তু এমন বিকৃত উর্দু বলে যে, তাহা শুনিলে শ্রবণবিবর ক্ষত-বিক্ষত হয়।[৭]

১৯১৯-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি রোকেয়া একটি বিবৃতি প্রদান করেন, সেটি প্রকাশ পায় *দি মুসলমান* পত্রিকার ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। আবার ১লা এপ্রিল এক চিঠি লেখেন তা মুদ্রিত হয় ৪ এপ্রিল সংখ্যায়।

উপর্যুক্ত বিবৃতি ও সম্পাদককে লেখা চিঠির বিষয় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লেডিজ কনফারেন্সের স্থান নির্বাচন নিয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিরোধ।

আনজুমানে খাওয়াতিনে ইসলামের (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৬) সম্পাদিকা ছিলেন রোকেয়া। তাঁর আগ্রহে নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সম্মেলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশন কলকাতায় আহূত হয় ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারির ২য় সপ্তাহে। অধিবেশনের আয়োজন ও প্রস্তুতির জন্য গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন রোকেয়া।

৮ রিপন স্ট্রিটে আরিফ ভামের বাড়ি মেলেভিল হাউস সংলগ্ন লনে অধিবেশনের স্থান নির্ধারিত হয় সর্বসম্মতিক্রমে। আমন্ত্রণলিপি বিলির দুদিন পরে ও অধিবেশনের নির্ধারিত

তারিখের তিন দিন আগে নাজিরি বেগম (মিসেস সুলায়মান আরিফ) এক চিঠিতে জানান যে, মিসেস ভামের বাড়িতে সম্মেলনের সভা অনুষ্ঠিত হলে আনজুমানের কয়েক জন সদস্যা অধিবেশনে যোগদান করবেন না। মুসলিম লেডিজ কনফারেন্সের অবৈতনিক সম্পাদিকা নাফিস দুলহান অনিয়মতান্ত্রিকভাবে গল্‌স্টুন পার্কে অধিবেশন আয়োজন করে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। অভ্যর্থনা সমিতি তাঁর এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নীরবে না-মেনে-নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অধিবেশনের দিন সকালে দু-শোর বেশি মুসলমান মহিলা ঐসব কিছু-না-জেনে রিপন স্ট্রিটে রোকেয়ার সঙ্গে দেখা করেন। সব কিছু শোনার পর তাঁরা গল্‌স্টুন পার্কের সম্মেলনে না-গিয়ে বাড়ি ফিরে যান। দু-দিন পরে রিপন স্ট্রিটের প্যান্ডালে কলকাতার মুসলমান মহিলাদের এক সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় ছয় শোর বেশি মুসলমান মহিলা উপস্থিত হন। উপস্থিত ভদ্রমহিলাদের মধ্যে ছিলেন মিসেস আবদুল করিম, মিসেস এ. কে. ফজলুল হক, মিসেস কামালউদ্দিন আহমদ (শামসুল উলেমা), মিসেস আবুল কালাম আজাদ এবং আলিগড়, ভুপাল, বুলন্দশহর, গয়া প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মহিলা প্রতিনিধিবর্গ।

অধিবেশনের স্থান নিয়ে মতানৈক্যের কারণ হিসেবে রোকেয়া উল্লেখ করেন আরিফ ও ভাম পরিবারের (এরা বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়) বিবাদকে। বিবৃতিতে রোকেয়া উল্লেখ করেন, কয়েকটি সংবাদপত্রে গল্‌স্টুন পার্কে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের যে-খবর বেরিয়েছে তা সঠিক নয়।

১৯১৯-এর ২৮ মার্চ *দি মুসলমান* পত্রিকায় রোকেয়ার বিবৃতির প্রতিবাদ জানিয়ে পাল্টা চিঠি লেখেন নাফিস দুলহান। তিনি বলেন, সম্মেলনের স্থান পরিবর্তনের আগে রোকেয়ার সম্মতি নেওয়া হয়েছিল। *দি মুসলমান*-এ রোকেয়া নাফিস দুলহানের ঐ প্রতিবাদলিপির প্রতিবাদ করেন। ১লা এপ্রিল স্বাক্ষরিত রোকেয়ার দীর্ঘ প্রতিবাদ-প্রতিবেদন প্রকাশ পায় ৪ এপ্রিলের সংখ্যা পত্রিকায়। নিজের স্বপক্ষে তিনি আবার পুরো পটভূমি ও পরিস্থিতি বয়ান ও ব্যাখ্যা করেন।

উল্লিখিত চিঠি দুটি আকারে ও প্রকারে প্রতিবেদনস্থানীয়। আনজুমানে খাওয়াতিনের সম্পাদিকা হিসেবে সমাজসেবা কর্মে রোকেয়া সেকালেও কেমন দলাদলির শিকার হয়েছিলেন, তাঁর সুদীর্ঘ দুই চিঠিতে তার পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখন পর্যন্ত শামসুন্নাহার মাহমুদ, মোশফেকা মাহমুদ ও গোলাম মুরশিদ প্রমুখ যে গোটা পঁচিশেক চিঠি প্রকাশ করেছেন, সেগুলি সবই ব্যক্তিগত পত্র। *দি মুসলমান*-এর সম্পাদক-সমীপে লেখা আলোচ্য চিঠিসমূহ প্রকাশের জন্যই রচিত।

প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এসব চিঠির প্রতিবাদলিপি, তাঁর স্কুল ও আনজুমান সম্পর্কে প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদ সংকলন করা হয়েছে পরিশেষে। সংযোজন করেছি তাঁর একটি অপরিজ্ঞাত[৮] দুষ্প্রাপ্য ইংরেজি রচনা : "GOD GIVES MAN ROBS".

এখানে সংগৃহীত ও *দি মুসলমান* পত্রিকার দুষ্প্রাপ্য ফাইল থেকে সংকলিত রচনাদির তালিকা : (প্রথমাংশে রোকেয়ার লেখা আর শেষাংশে তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর স্কুল ও আনজুমান বিষয়ে প্রাসঙ্গিক রচনা ও অন্যান্য উপকরণ সংকলন করেছি।)

God Gives, Man Robs
A Proposed Girls' School
The Sakhawat Memorial Girls' School
Sakhawat Memorial Girls' School
Sakhawat Memorial Girls' School and Bengali Teaching
All India Muslim Ladies' Conference
Muslim Ladies Conference/Ends in a Fiasco
The Muslim Ladies Conference/A Rejoinder
Crescent Book Agency
The Late Mr. Sakhawat Hossain
Matichur and *Sultana's Dream* (review)
Sakhawat Memorial Girls' School
Suhrawardia Begum and Sakhawat Memorial Girls' School
Sakhawat vs. Suhrawardia
Suhrawardia Begum and Sakhawat Memorial School
Sakhawat Memorial Girls' School
The Sakhawat Memorial Girls' School–Prizeday
Education of Bengali Speaking Moslem Girls
Sakhawat Memorial Girls' School
Sakhawat Memorial Girls' School
Muslim Ladies Conference/A Contradiction

তথ্যনির্দেশ

১. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩ ; দ্বি-স. ১৯৮৪।

২. *দি মুসলমান* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠির অংশ আবুল ফজল প্রকাশ করেন তাঁর *সাংবাদিক মুজিবর রহমান* বইয়ে (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭)। পরে ঐ চিঠির সম্পূর্ণ পাঠসমেত আরেকটি চিঠি এবং একটি অভিভাষণ — Educational Ideals for the Modern Indian Girls — প্রকাশ করেন ড: মুহম্মদ শামসুল আলম তাঁর *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯) গ্রন্থে। ঐ গ্রন্থে

রোকেয়া ও তাঁর স্কুল সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয়, নিবন্ধ, চিঠিপত্র এবং সংবাদাদিও সংকলিত।

৩. গোলাম মুরশিদ, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া/নারী প্রগতির একশো বছর*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৭।

৪. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ। উদ্ধৃত, আবদুল কাদির (সম্পাদিত), "সম্পাদকের নিবেদন" *রোকেয়া রচনাবলী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দ্বি-স. ১৯৮৪, পৃ. ১০।

৫. ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পাদিত) Selections from The Mussalman 1906-08, (কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯৪) গ্রন্থে সংকলিত।

৬. *বঙ্গীয় মুসলমান* (১৮৯১) নামে বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি *নবনূর, ইসলাম-প্রচারক, মিহির ও সুধাকর*-এর লেখক ছিলেন। দ্র. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ম সং ১৩৯৫, পৃ. ১৩৮-৩৯।

৭. "বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি", *সাপ্তাহিক সত্যাগ্রহী*, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩২, ১৮ ফাল্গুন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৯১-৯৪। *সওগাত* চৈত্র ১৩৩৩ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত ও *রোকেয়া রচনাবলী*তে সংকলিত, পৃ. ২৮২। বার্ষিক *সওগাত*-এ (১৩৩৩) "তিন কুঁড়ে" রচনায় রোকেয়া উল্লেখ করেন যে, আপাতত চল্লিশ জন বাঙ্গালী শিক্ষার্থিনী ছাত্রী পাইলে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা স্কুলে বাঙ্গালা শাখা খোলা যাইবে। দ্র. *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ৫৩১-এর পাদটীকা।

৮. মৎরচিত *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭) বইয়ে প্রথম পুনর্মুদ্রিত।

GOD GIVES, MAN ROBS

There is a saying, "Man proposes, God disposes," but my bitter experience shows that God gives, Man Robs. That is, Allah has made no distinction in the general life of male and female — both are equally bound to seek food, drink, sleep, etc. necessary for animal life. Islam also teaches that male and female are equally bound to say their daily prayers five times, and so on.

Our great Prophet has said "Talibul Ilm farizatu 'ala kulli Muslimeen-o-Muslimat", (i. e. it is the bounden duty of all Muslim males and females to acquire knowledge). But our brothers will not give us our proper share in education. About sixty years ago, they were opposed to the study of English even for males; now they are reaping the harvest to their bitter experience. In India almost all the doors to wealth, health, and wisdom are shut against Muslims on the plea of inefficiency. Some papers conducted by Muslims may or may not admit this — but fact is fact — the *Inefficiency* exists and stares us in the face! Let me also venture to say that *it is so*; for children born of well-educated mothers must necessarily be superior to Muslim children, who are born of illiterate and foolish mothers. The late Lady Shamsul Huda by way of conversation often used to say that the Muslim public abused her husband because he had given certain high posts to Hindus ignoring Muslim claims, but they failed to see their own fault that such and such Muslim gentlemen were really unfit for the posts.

It is an irony of fate that the Hindus, who are bound by their cartload of *Shastras* to treat women like slaves and cattle and to get their daughters married before they are hardly above their girlhood, i. e., within ten years of age, are, as a matter of fact, allowing the greatest liberty to their womenfolk and giving them high education. They are trying to get laws passed against child-marriage raising the

age to sixteen years though their Pandits are loud in proclaiming the attempt as "unworthy of a Hindu"; and they are devising means to popularize widow-marriage, heedless of their Pandits, who quote *Shastras* saying "not only should a woman refrain from marrying a second time but she should reduce her body by living only on fruits, roots, flowers, etc. after her husband's death".

On the other hand, while Islam allows every freedom to women (so much so that a woman cannot be given in marriage without her consent of free will, which indirectly prohibits child-marriage) we see people giving away their daughters in marriage at tender ages or giving them in marriage without their consent. Many a time a bride bitterly bewails her fate on being compelled to marry a bridegroom whom she knows to be a drunkard or an old man of sixty, but the marriage celebration proceeds despite her silent protest. And so-called respectable families in our society take pride in preventing widow-marriage, no matter whether the widow be a girl of thirteen or a child of seven years of age!

The worst crime which our brothers commit against us is to deprive us of education. There is always some grandfather or elderly uncle who stands in the way of any poor girl who might wish to be educated. From experience we find that mothers are generally willing to educate their girls, but they are quite helpless when their husbands and other male relations will not hear of girls attending school. May we challenge such grandfathers, fathers or uncles to show the authority on which they prevent their girls from acquiring education? Can they quote from the holy Quran or Hadis any injunction prohibiting women from obtaining knowledge?

We know there are Mussalmans of advanced ideas who are anxious to give their daughters a good education, but for want of a suitable High School for Muslim girls they cannot have their wishes fulfilled, and so they groan under the wretched social system. Why cannot the public of Calcutta support one ideal school for Muslim girls? Such a High English School with boarding accommodation and

hostel, which can supply the demands of all the different classes of people, high and low, is very badly needed in Calcutta. On our part we are willing to convert this School (we mean the Sakhawat Memorial Girls' School) to that ideal one, provided we get public support and money enough to meet the cost of up keep.

Feb. 10, 1911

A PROPOSED GIRLS' SCHOOL

To

The Editor of The "Mussalman."

Sir, — Permit the liberty of asking the courtesy of your paper to inform the Mohamedan public that I intend to start a Girls' school in Calcutta in strict observance of Purda at an earliest opportunity possible, which is not only the crying need of the time but the want of which, I believe, is keenly felt by all right thinking men and women.

My beloved husband, the Late Moulvie Sakhawat Hossain, B. A. of the Provincial Executive Service, has bequeathed Rs. 10,000 for female education, the income (Rs. 6,000 annually) of which is at my disposal, I am therefore not only ready to spend that amount but I shall rather be glad to personally conduct the school and am prepared to devote my time, energy, and whatever knowledge I possess, towards its furtherance.

But as the fund in hand is not sufficient to meet the requirements I appeal to the generous Moslem public to extend their helping hand and thus contribute to the success of the project which deserves the hearty sympathy and practical patronage of all well-wishers of the community.

Mohamedan gentlemen desirous of helping me in my scheme are requested to kindly communicate with me direct, while my Moslem sisters who wish to associate themselves by their

cooperation in the movement are invited in my house to discuss the subject, or I shall be glad to call on them should they inform me of their addresses.

KHATOON

Jan. 10, 1913

THE SHAKHAWAT MEMORIAL GIRLS' SCHOOL

To

The Editor of The "Mussalman".

Sir, — I desire to inform the readers of your widely circulated paper that we are going to establish a boarding house attached to the Sakhawat-Memorial Girls' School, for the convenience of the mofussil pupils. At present our school imparts instruction in Urdoo, but we are arranging to open a separate class for teaching regularly Bengali and English such girls who wish to receive instruction through the medium of these languages.

Upto this time we have got applications from 7 girls only and the guardians of these girls are rather pressing hard for their Girls' reception. To start a boarding house with seven girls will be very much inconvenient to us; but we have, however, made up our minds to make a beginning in spite of all inconvenience. We pray to the Almighty God that he may be pleased to further the work we are about to undertake.

[· · ·] we expected to find some difficulty in getting a suitable grant from Government towards this object, but fortunately for us this was obtained with comparative ease. The Government contribution was, however, made conditional on our raising a substantial amount for this purpose, from private sources, and accordingly we set about in collecting subscriptions from the Mohammedan public. I regret to say that the response to our appeal has not yet been adequate and after about one year's effort we are still short of the amount required

for the purchase of the necessary equipage by a sum of Rs. 280. Is this not enough to fill one's soul with a deep sense of shame and bitterness?

In this connection I may be excused for mentioning that in order to add something to the Omnibus Fund I advertised in your paper to sell some of my books at a reduced price for month or so. But such is the public spirit and sense of appreciation of our cause by the members of our community that only Rs. 6 worth of books have been sold during the month of Ramzan! The cost price of the whole lot of Indian Law Reports is Rs. 102 and I am offering the books at Rs. 51 only, which amount will also go to the same Fund, but even then I have not yet been able to find a purchaser.

These are the people, who can not support a single female school but aspire to have a University. It is no wonder that Government denied us the same because we do not deserve it yet. One may well ask what would be the good of having a University when such an important duty as the education of the females is neglected by the community in this sad manner? Granted that we get a University, what will we do with it while your females remain in the dark? You can not banish all the females from your society nor can you bury your daughters alive like the Arabs of the past.

However, hoping still to get more applications for admission in our boarding house, I conclude this.

R. S. HOSSEIN

Nov. 30, 1917

SAKHAWAT MEMORIAL GIRLS' SCHOOL

To
The Editor of The "Mussalman".

Sir, — A certain correspondent by the name Mr. R. Rahman wrote in a letter in your issue of the 25th May last :

"What I regret is that in the capital of a Presidency inhabited by an overwhelming majority of Bengali-speaking people, there is not a single institution for Mussalman girls where education is imparted through the medium of Bengali. If any separate school for Bangali-speaking Mussalman girls be needed it ought to be started without delay".

Although it is an axiomatic truth that Bengali is the mother tongue of the people of Bengal, the condition and circumstances of Calcutta are quite different. At least, that is my idea. I have been living in this town for the last seven years at a stretch and during this long period I had occasion to come in contact with good many respectable Mohamedan ladies and I do not remember to have heard Bengali spoken by any of them; even in case where I found broken and miserable Urdu spoken. I started talking with them in Bengali but they preferred to give their replies in Urdu. Many of these ladies, although natives of Bengal, say that they have forgotten Bengali. They can talk only bad Urdu but still they must talk Urdu!

When this school was started in Waliullah Lane in the beginning of 1911 with only 15 or 16 girls, I used to teach English as an additional subject with a view to popularize the institution with the local people, and I made it a practice to explain the meaning of English words in Bengali. Shortly afterwards requests poured on me from the guardian of pupils to use Urdu as the medium for explaining English.

In the wake of the Sakhawat Memorial School, two or three other girls' schools have been established, and in these schools also education is imparted through the medium of Urdu because the guardians prefer Urdu.

For some years past Government is employing a number (I think there are 6 such teachers on Rs. 30/- per month) of peripatetic female, Urdu mistress to teach reading, writing and needlework to the grown up girls and married women of purdanashin Mohamedan families residing in Calcutta. These tutoresses go to the houses of

their pupils in "burqa". They also teach Urdu and not Bengali and yet so far I am not aware of any complaint having been made that no provision has been made by Government for teaching Bengali-speaking girls in a similar manner. How very difficult it is to secure such Urdu knowing female teachers (and how very incompetent they are, when found) may be ascertained if enquiries be made at the office of the Inspectress of Schools, in whose hands the appointment of these teachers lies. And yet teachers competent to teach Bengali — well educated teachers in every way though not belonging to the Islamic faith — are to be found everywhere in Calcutta. Why then does Government teach Urdu instead of Bengali if there is really a demand for the latter? It is because the purdanashin Mohamedan girls in Calcutta are not willing to learn Bengali even without payment of fee.

Mr. R. Rahman has expressed his mortification at the want of a Bengali schools for Bengali-speaking Mohamedan girls in this wide city of Calcutta. But why is there such a want and who is responsible for it? Is it not a matter worthy of consideration? It is a law of nature that in course of time a community or country gets what it is in need of. If the Calcutta Moslem public wanted a Bengali school how is it that one such institution has not come into existence during all these years? It is certainly not for the sake of our personal convenience that we have been teaching Urdu instead of Bengali.

The Omniscient alone knows what difficulty and hardship one has to undergo to conduct an Urdu school, and those who practically do the work also know it. The primary difficulty is want of female teachers and one has to hunt out this wide world with a torch in hand to discover a qualified mistress. Secondly, suitable books are not available at any rate in this side of India. How often have I entreated the Inspectresses of Schools to include such books in the list of text books prescribed by Government as could be found on this mortal earth. As the result of my seven years insistence such books are now easily available. Thirdly, Urdu maps, globes and other accessories are

not easily available. Besides this, there are a hundred and one other difficulties to contend with. Still we are imparting education in Urdu and can it be said that we are doing so merely in pursuance of a personal whim or sentiment ?

Last year, after the annual examinations, when we were making arrangements for holding the Prize Distribution a happy idea struck us, that among other things, a Bengali recitation should be given, and for this I entrusted one of our mistress, Mrs. S. — , a Bengali lady, to get some four girls recite a Bengali poem. She accordingly took up this work, but after a week she came up to me and reported that none of the girls could talk Bengali. I said "How is that? Cannot the Calcutta girls talk Bengali?" She said "Yes, they can in a manner. Just listen to them and judge for yourself." Shortly after only some of those girls who could talk and understand Bengali were selected. After a week Mrs. S. — again reported that although the girls had got the poem by heart their pronunciation was very bad and quite "foreign". I have heard our European sisters talking Bengali with a peculiar accent, but in the case of our girls I found that although their accent was not the same there was however a tinge of foreign tongue in their Bengali. I then made another selection, and took great pains till the day of the distribution of prizes to coach them but could not make them say "কত পাখী" instead of "কোতো পাখী" and "বণিকের বালা" instead of "বণকের বালা".

At the beginning of the current year I started a Bengali class. Only a couple of girls began to read Bengali only, as their guardian had stipulated this condition. They were aged 5 and 6 years respectively. Eight other girls joined from the Urdu section, their object being to learn Bengali as a language, their other subjects of study (Geography, History etc.) being continued through the medium of Urdu as before. As the number of Bengali reading girls were small, I allotted three days in the week for teaching Bengali. When towards the end of May last the school was closed for the Summer and Ramzan Vacation there were only 12 students in the Bengali class.

And yet when I read the following in the letter of Mr. R. Rahman "Due provision should be made in the Sakhawat Memorial Girls' School for imparting education through the medium of Bengali" I said to myself "Let it be so".

Immediately on the re-opening of the School after the vaçation a whole time Bengali teacher was searched for and a junior vernacular training passed mistress was at once engaged, she was quite ready to teach all the subjects from the first year Infant class up to the sixth standard (Middle Vernacular) in the Bengali branch of the school.

Now please mark. In the Sakhawat Memorial Girls' School we have got a Bengali section, a list of Bengali text-book as prescribed by Government and Mrs. J — , a junior training passed female teacher. But what about pupils? "There are your pupil?" She said "These three girls will read only Bengali throughout the week and those that have got Bengali as optional (সখের বাঙ্গলা) will read only three days in the week". When I went to look at the girls who had taken Bengali as optional I found there were only six instead of ten. I thought to myself however that three little girls who were reading Bengali whole time would, like the three legs of a teapoy support the Bengali branch on their sturdy shoulders. A few days after this I learnt that out of these three girls one left Calcutta for the mofassil with her parents.

At present there are only 5 girls left in the batch who took to learning all subjects in Bengali. I have given special instructions to Mrs. J — to teach this trio everything, even needlework, in Bengali. She said "I don't know English expressions as used incorrectly such as "Ron, fel" (instead of Run, Fell) and incorrect Hindustan terms." The different kinds of sewing are known as "bakhaya, tepchi, turpai, arma," and these are all Urdu expressions. For want of suitable Bengali equivalents of these terms the trio have been put in the general sewing class with the Urdu speaking girls.

But this does not exhaust the list of our worries in connection with our Bengali branch and its teacher in charge, Mrs. J — . As soon as the bell strikes for the school to begin all teachers attend their

respective classes. But Mrs. J — comes to me and says, "What am I to do", "Why, please go and teach Bengali". "One girl has gone to read the Koran and the other is sewing."

Now it has become a part of my daily routine to invent work for Mrs. J — ; especially when the Bengali reading trio happens to be absent by chance, there is ... difficulty for me. Sometimes the teacher would come and ... in the middle of the day. "Please what am I to do?"

"Go and teach Bengali, please."

"I have done that."

"Then go and teach writing."

"They have done so."

"Please teach arithmetic in Bengali."

"That has already been done during the first hour."

Mr. R. Rahman further writes in his article "It is an undeniable fact that more than 99 percent of the Mussalman of Bengal are Bengali speaking, so they have greater claimate that school than the Urdu-speaking Mussalman ..." I quite agree to this. But now I am constrained to ask, where are the writer's "more than 99 percent Bengali-speaking" girl students? From the above, I think, I have been able to make it clear that so far as Calcutta is concerned how misleading it is to say that 99 percent of the Mohamedan inhabitants are Bengali-speaking. It seems to me that even those Bengali-speaking Mohamedan families that are residing in Calcutta, do not quite appreciate the advantage of school education for their girls. From the experience I have gained during these 7 years I have noticed that Urdu-speaking people are more keen on sending their girls to school and that Bengali-speaking families are less enterprising in this respect.

I have related what success has been attained by our Bengali branch during the past one year. We have at present only three little girls reading Bengali whole time. Now it is my earnest request that Mr. R. Rahman, Mr. Azizur Rahman (belonging to your staff) and other well-wishing gentlemen holding similar views would be good enough

to come forward and get students for our Bengali section, for which we are entertaining the services of whole time qualified teacher. Mr. Azizur Rahman himself assured me that he would give us a good many pupils if I were to start a Bengali branch in my school. Now that I have done so, I fail to see why he is unable to act up to his promise. We shall probably be compelled to abolish the Bengali section from next year if we fail to get at least 20 students by the end of this year. It is quite beyond our means to go on paying the salary of the Bengali teacher month after month when there is not sufficient work. We shall be highly obliged to Mr. R. Rahman if he will be good enough to pay us out of his own pocket the amount spent or rather misspent for the Bengali-speaking students. He is quite at liberty to deduct subsequently Rs. 44,352/- per month (i. e., to say Rs. 448 x 99 times) when he realises the same from Government and also to realise monthly from Government 17,820 being 99 times Rs. 180, the amount which the Government now spend on the salary of the peripatetic female Urdu teachers. Then there will be no want of funds for the spread of Bengali education in Calcutta.

Calcutta, (Mrs. R. S. Hossein)
The 20th Nov. 1917.

Dec. 20, 1918

SAKHAWAT MEMORIAL GIRLS' SCHOOL AND BENGALI TEACHING

To

The Editor of The "Mussalman".

Sir, — In your issue of 30th November 1917, you were good enough to publish a letter from me with regards to the teaching of Bengali in this School and a similar letter was published in your contemporary "Mohammadi." I can therefore take it that at any rate the readers of these two journals were able to know the results of our

efforts to impart instruction in Bengali to Mohamedan girls in this city. Now after a lapse of more than a year I am placing before you my further report in connection with the teaching of Bengali in our school.

Before submitting this report it is necessary to mention one or two things. I was anxiously waiting to see that my Bengali speaking brethren, especially that patriotic gentleman Mr. R. Rahman whose incisive pen first ventilated this matter in the columns of your paper, would place mother Bengal — or at any rate the Bengali Mohamedan community — under a heavy debt of gratitude by establishing a Bengali Girls' school during this long one year. But where is that school? To our misfortune, it has not come into existence yet.

Although I stated last year we would be obliged to abolish the Bengali section of our school if sufficient girls were not forthcoming, nevertheless we kept the section continuing for a year more. But at the end of the year I find that its condition is still [same]. It is mostly people from the Mufassil who come to Calcutta and after 6 or 9 months are transferred elsewhere, send their girls to our school to be taught in Bengali. Like meteors these girls blaze forth in the firmament of the school for a few months and then disappear altogether. Now with regard to those girls of the Urdu section who take up Bengali as an optional subject. At first they thought it a good fun to while away some time in the Bengali class trying to pick a smattering of the language: but when at the end of the year they found that they were called upon to give an examination of their knowledge, one by one dropped off.

At present there are only 3·5 pupils in our Bengali section : 3 are whole time Bengali girls and one is a girl from Urdu section learning Bengali as an optional subject. The eldest amongst them being "grown up", will leave school at the end of this session. It is beyond our means to have the responsibility of the Bengali section on our shoulders and to go on paying a mistress month after month for the

sake of 2·5 girls only. We have therefore decided to abolish the Bengali branch from the beginning of January next.

R. S. HOSSEIN

Calcutta
The 11th December, 1918.

Feb. 7, 1919

ALL INDIA MUSLIM LADIES' CONFERENCE

Notice : The Sixth Session of the All-India Muslim Ladies' Conference will be held at Calcutta in Mellyville House, 8, Ripon Street, on the 10th, 11th and 12th February 1919 under the presidency of Begum Saheba of Major Khediva Jung Bahadur (Hyderabad). There will be 2 daily sittings i.e. 10 a. m. to 2 p. m. and again from 3 p. m. to 5 p. m. Mohamedan ladies coming from the Mofassil with the object of attending the Conference will be provided with board and residence, free of all charges, at 86A, Lower Circular Road, viz: the premises of Sakhawat Memorial Girls' School. They will be meet at the railway stations on receiving timely intimation, i. e. at least 24 hours before their arrival. They are requested to place themselves in communication with the undersigned.

Local ladies are requested to attend the Conference in large numbers. Invitation cards can be [···] on application form.

86, Lower Circular Road
Calcutta
The 27th January 1919

(Mrs.) R. S. Hossein

April 11, 1913

SUHRAWARDIA BEGUM
AND
THE SHAKHAWAT MEMORIAL GIRLS' SCHOOL

To The Editor of The "Mussalman".

Sir, — With reference to the statement made by "Fact" in your issue of April 4th the speech of Mrs. Kazim Shirazee, allow me to state that your correspondent was somewhat misinformed. The reference is to Mrs. Suhrawardia Begum's would be school which has no connection with Sakhawat Memorial Girls' School. At the time when Sakhawat Memorial School was founded Suhrawardia Begum was approached from many quarters to take part in the movement but she declined. I now hear that she has already started a school at No. 4, Medical College Street but on enquary at this place, I am told that Suhrawardia Begum's School exist only in name unless I am to believe that the daughters of an editor with their governess [···] with the name of this destinguished lady, are sufficient requirements for the establishment of a Mohamedan Girls' School. I do not understand the necessity of starting another school when the maintenance of one Moslem Girls' School in Calcutta is found to be a herculian task. We should try to strengthen the one already existing, instead of attempting to start a rival institution. It is strange that a lady of Suhrawardia distinction should take fancy to start another school in rivalry to the one opened two years ago by our esteemed lady Mrs. Sakhawat Hussain, who is devoting her life and property to the pious cause of female education. I will make some startling revelations about the socalled School of Suhrawardia Begum in my next.

Calcutta. FIGURES

April 25, 1913

SAKHAWAT VS. SUHRAWARDIA.

To The Editor of The "Mussalman".

Sir, — I have read with much regret that your correspondent "Figures" is indulging in giving publicity to the superiority of a certain Zenana School over the inferiority of another. I hold no brief for either but as an impartial reader of your paper I would like to address that correspondent through the medium of your esteemed journal. Nobody who is fully alive to the fact that our fair sex who have all along been disassociated from the spirit of party feelings, prevailing in a large section of our Moslem brethren, should be pleased to see that the disease be communicated to them, by correspondents who are weilding their pen in the offence in the defence of Zenana Schools of which only a beginning has been made in this city. Your correspondent is wrong if he thinks that the Sakhawat Memorial School is to prosper by such means. It may be true that gifted ladies like Mrs. Sakhawat Hussain or Suhrawardia Begum are scarce in Bengal among the Moslems but it does not necessarily follow that they are so backward in education as their fathers, husband is and brothers write articles in their names I would like to know plainly if there are such people in reality and would be glad to supply them free of cost any number of articles. There are many exceptions to the rule. Leaving Mohamedan countries aside, in Upper India you can find Muslim ladies in abundance who can read and write their language fluently. There are journals edited and contributed to by ladies. It is true that in Bengal such Moslem ladies can be counted on fingers but there are no doubt a few who can say that their education in most cases excels in Persian, Arabic and Urdu to many Khan Sahebs and others. If any Zenana School is started by a Begum or Khanum it will never handicap the progress of another or will bar the door for others to come. We have a number of Moslem Schools and Maktabs here and I do not know why there was not a room for another Zenana School. The Jews are not so many as the Mohamedans here but they have got more than one Girls' School. If your correspondent wants to monopolize female education in a certain school I think he is mistaken, as upto present education has never been [···] by any

enterprising pedagogist. There is a great difference between rivalry and competition. Competition animates the growth and progress and want of competition means eventually suspension of further development as there will be no criterion to judge the progress of the one from the other. There is an Arabic maxim that "Things are known by their opposites". If Sakhawat Zenana School or the Suhrawardia Begum School is to prosper they must show their works assuming that Suhrawardia Begum's School exists on paper or, as your correspondent puts it, that an editor's daughters and their governess constitute a school, let it be as it is, it will not be a rivalry. I think that Zenana School in this part of the city was a long-felt necessity. Whether it succeeds or fails it does not matter either to the Bethune College or the Sakhawat Zenana School. Every school is bound to stand or fall on its own merits. When there are many maktabs in this part of the city one can think why girls should not have a school there? In conclusion I hope that your correspondent will not advertize for his friend's School in such a manner as may reflect discredit on other schools, which are working for public good.

Collootolla Street
Calcutta.

TABULA RASA

May 2, 1913

SUHRAWARDIA BEGUM
AND
THE SHAKHAWAT MEMORIAL GIRLS' SCHOOL

To

The Editor of The "Mussalman".

Sir, — In my last I referred to the establishment of new Girls' Schosol. I take this opportunity to say that I am in no way connected with any Girls' School, nor am I actively engaged in the movement whatsoever barring that I am an ardent supporter of female education. It is the zeal for the latter that induces me to take up the matter. My presonal exprience in the matter leads me to think that the

Mahomedan community is not yet fully alive to the necessity for establishing any girls' school and it is with the greatest difficulty that the Sakhawat School is maintained, I am afraid that the establishment of two Girls' School at present in Calcutta, especially when they are at rival footing to each other, may ultimately led to the failure of both and the energeies of two distinguished Mahomedan ladies, which could do immense good to the community if worked harmoneously and in close conjunction, would be drifting into two different channels, creating a gulf between them and rivalry hereafter. Unity is the only criterion for our success and faction means failure in our propaganda. My fear is confirmed when I learn that Mrs. Hossain had reasons to be aggreived at the treatment accorded to her by some Mohamedan ladies whose support and sympathy she had counted. The establishment of a new school at this juncture does not seem to be the outcome of a desire to do any service to the community or Islam. The report of the inaugural meeting published in Hablul Matin, having exaggerated accounts on one hand and omission on the other, shows that selfishness played its part through and the sweet fragrance of fame and name pervaded the surrounding atmosphere. I am told that the meeting operated with Suhrawardia Begum explaining very beautifully the object for which they met. She was followed by Mrs. Kazim Shirazi, who had graced the Sakhawat School many times by her visit. Mrs. Sakhawat Hossain then stood up and welcomed the School promising every support. The lady also expressed her keen interest in the movement and explained to the audience how she had started a school two years ago in Calcutta, after leaving her hearth and home and dedicating her services for the enlightment of women. In conclusion, she suggested to them the advisability of both schools working together but curiously enough not only no sympathy was shown to her proposal but the gist of her speech was not even published in the paper. It was much appreciated by the audience and I wonder why its publication was withheld.

From the above it is to be apprehended that the organisers did not want to work conjointly but rather intended to erect a separate Kaaba with fresh materials.

Q A.

(This correspondence must now cease, — Ed., Mussalman)

May 30, 1913

SAKHAWAT MEMORIAL GIRLS' SCHOOL

13, European Asylum lane, Calcutta

Prospectus and Rules of the Sakhawat Memorial Girls' School, adopted at the meeting of the Committee of Management held on the 25th May, 1913.

PRESENT

1. Nawab Serajul Islam Khan Bahadur (in the chair); 2. Hon'ble Mr. Justice Hasan Imam; 3. A. Rasul Esq. Bar-at-Law; 4. Sultan Ahmed Esq. Bar-at-Law; 5. Moulvi Mujibur Rahman; 6. Moulvi Syed Ahmed Ali, Hony. Secretary.

UNDER THE CONTROL OF A MANAGING COMMITTEE, CONSISTING OF THE FOLLOWING GENTLEMEN :

1. Hon'ble Mr. Justice Syed Sharfuddin, President; 2. Nawab Serajul Islam Khan Bahadur; 3. Hon'ble Mr. Justice Hasan Imam; 4. Hajee Noor Md. Zakaria, Merchant; 5. Mr. A. Rasul, M. A. B. C. L., Bar-at-Law; 6. Mr. Syed Sultan Ahmed, Bar-at-Law; 7. Mr. A. H. Ghuznavi, Zcminder; 8. Mr. Shaikh Mahbub Ali, Zeminder; 9. Moulvi M. S. Abdur Rab; 10. Moulvi Mujibur Rahman, (Editor, "Mussalman"); 11. Mr. Osman Jamal, Merchant and 12. Mr. Syed Ahmed Ali, Hony. Secretary and under the Direct Charge and Supervision of Mrs. R. S. Hossain.

The school is recognized by and is in receipt of monthly grant-in aid from Government, and pupils are prepared up to the Primary Standard at present. The course of instruction is in *Urdu. English and Bengali are taught as optional subjects. It is intended to open higher classes later when sufficient number of advanced pupils are available.

The teaching staff consists of only Mohamedan lady teachers. All descriptions of needle work, knitting and crochet work are taught.

Great care is bestowed on the moral training and general department of the girls and religious instruction is given, including daily Quran reading.

This school is intended only for respectable and purdah-nashin girls. Strict purdah is observed at all times and in all respects

TERMS PER MONTH

	Rs.	A.	P.
Boarders --- --- ---	12	0	0
Day- pupils --- --- ---	1	0	0

In the case of new admissions an entrance fee Rs. 1 is charged for every day-pupil and of Rs. 3 for every boarder.

HOLIDAYS

Summer Vacation --- ---	6	weeks
Edul-Fitr --- ---	3	days
Eduz-Zoha --- ---	3	"
Shabi--Barat --- ---	1	"
Fatiha Doazdaham --- ---	1	"
Akheri Chahar Shamba --- ---	1	"
Moharrum --- ---	5	"
New Year's Day --- ---	1	"
Easter Holidays --- ---	4	"
King's Birth Day --- ---	1	"
Christma's --- ---	8	"

RULES

ii. All Mohamedan girls of school going age and belonging to respectable families are eligible for admission either as day scholars or as boarders. Girls below the age of 7 are not admitted as boarders.

iii. Applications for admission should be made in the prescribed form to the Secretary or the Head Mistress, Sakhawat Memorial Girls' School, 13, European Asylum Lane, Calcutta. Forms of application and rules may be obtained from either of the aforesaid persons.

SPECIAL RULES

6. All pupils may correspond with their parents or guardians but all letters must be submitted unsealed to the Head Mistress who will deal with them at her own discretion.

7. All letters written to the pupils will be delivered to them by the Head Mistress who has the right to open them.

8. All books, magazines, newspapers, pictures, introduced by the pupils, must first be shown to the Head Mistress.

LIST OF THINGS TO BE BROUGHT

Sarees or Pajamas	---	6
Jackets or Kortas	---	6
Chemises (if saree is worn)	---	4
Handkerchief	—	4
Towels	—	4
Bed sheets	—	3
Bed cover	---	1
Pillows	---	2
Pillow cases	—	4

Mattress or toshok	—	1
Blanket or Razai	—	1
Shoes	—	1 pair
Slippers	—	1 pair
Plates	—	2
Cups	—	3
Tumbler	—	1
Badhuna	—	1

Stockings optional; for going out one good dress consisting of saree and jacket, or pajama and korta, should be provided. Toilet requisites, such as hair comb, ribbon, soap, tooth-powder etc. Suitable winter clothings and a light shawl.

OCT. 3, 1913

THE SAKHAWAT MEMORIAL GIRLS' SCHOOL

For want of an omnibus and a horse there was so long considerable inconvenience in conveying the pupils to and from the Sakhawat Memorial Girls' School. Of course the authorities of the school had recourse to hackney carriage but how far the work was done satisfactorily on account of the growing demand for conveyance can well be imagined. The reader will be glad to learn that the institution had had for some time an omnibus of its own through the exertions of the energetic Secretary of the School Committee, Moulvi Syed Ahmed Ali. The inconvenience so far as conveyance of girls, already on the roll, is concerned has been almost removed, but unfortunately, rather fortunately, a new difficulty has arisen and the Committee is called upon to solve it as soon possible. The number of pupils is increasing almost every month and

the omnibus is too inadequate to meet the growing demand for conveyance. It has accordingly been necessary to purchase another omnibus and a horse as soon as possible and as a sum of fifteen or sixteen hundred rupees will be required for the purpose we hope all friends of all female education will contribute their mite to make up the requisite amount. Of late there have been various demands on the purse of our people and we recognize how difficult it is for many of them to meet all these demands. A sum of 1600 rupees is however a small amount and it can be easily raised if only individual members of the community consider it their duty to contribute their quota.

March 23, 1917

SAKHAWAT MEMORIAL GIRLS' SCHOOL (PRIZE DAY)

The distribution of prizes to the meritorious girls of the Sakhawat Memorial Girls' School came off on Thursday the 15th inst. at 12 noon at the School premises No. 86A, Lower Circular Road, under the presidency of Her Excellency Lady Carmichael. The building was tastefully decorated with flags, bounting and festoons, which gave a bright and cheerful look all round. Her Excellency on arrival was received at the gate by the members of the managing committee who escorted her to the foot of the staircase, where Mrs. Hossein, Miss Mose and the staff, who were waiting there behind the purdah, received and conducted her upstairs to the dais. There were present about 200 purdanashin Moslem ladies some of whom attended from Serampur and Chinsurah, besides a number of European and Brahma Ladies, who all appeared to be highly pleased with what they saw and heard.

The proceedings opened with recitation from the Quran by a little girl of the school whose melodious tone and correct accent were much admired by most of the audience. This was followed by drill exhibition and recitation in English, Urdu, Persian and Bengali in which the girls acquitted so well and beautiful that each performance was appreciated with loud applause.

Mrs. R. S. Hossein, the foundress-superintendent of the institution, read the annual report which showed that the school intended as it was only for purdanashin and respectable Moslem girls, had made marked improvement and substantial progress during the past year. The year ended with 105 girls on the roll as against 84 in the preceding year and the average daily attendance was quite satisfactory, rising as it did to 90 percent, in spite of many handicaps imposed by social customs in the case of Muslim girls. Two girls were sent up for the Calcutta Girls' Scholarship Examination in December last, one of whom, Sabira Khatun, had passed and obtained a stipend of Rs.18. The girls of the school had cheerfully done a quantity of sewing work for the Lady Carmichael War Fund. From the beginning of the current year the school had been raised to the Middle English standard to meet the requirements of the Moslem girls for some time to come. Separate classes had been opened for teaching Bengali and practical cookery, apart from general department. Great care was bestowed on the moral training and religious instruction including Quran reading and compulsory daily prayers. Strict purdah was observed at all times and in all respects. There were three batches running at present but the need of an additional one was growing greater day by day to relieve the present congestion and to bring in more girls desirous of coming to school. The difficulty of trained and qualified mistress continued as ever as nothing had yet been done to meet this want.

April 20, 1917

ANJUMAN KHAWATEEN ISLAM :

ANNUAL MEETING

The Annual General Meeting of the above Society otherwise known as Calcutta Mohamedan Ladies Association, was held at its head quarters 86A, Lower Circular Road, on last Sunday evening.

Mrs. Abdul Karim, the President of the Association, was in the chair and about 50 Mohamedan pardanashin lady members were present.

The society was founded in the beginning of last year, with the object of promoting unity, social intercourse and friendly feeling among Mohamedan ladies resident in Calcutta by providing them with a common meeting ground, to better the condition of Moslem women in general by eradicating pernicious social custom and by diffusing proper and useful knowledge and to establish and conduct an industrial school for teaching useful handicrafts to poor and needy Mohamedan women with a view to qualify them to earn their own livelihood.

The proceedings of the annual meeting on Sunday last opened with the reciting of a passage from the Holy Koran by Mrs. Khan Bahadur Dawooder Rahman followed by a short prayer effected by Mrs. Kabiruddin Ahmed in which all the ladies joined. Mrs. Khan Bahadur Sakhawat Hossein, the Hony. Secretary, then read the Annual Report reviewing the work of the past year, which showed that there were 94 members on the rolls and that monthly meetings were held regularly with satisfactory attendance, and papers specially written by some members on useful and interesting subjects were read at these monthly meetings, and in short the association had taken active steps towards the realization of some of its ideals. Business of a more or less formed nature were then gone through, and the meeting broke up late in the evening after serving of light refreshments.

———

May 25, 1917

EDUCATION OF BENGALI-SPEAKING MOSLEM GIRLS

To

The Editor of The "Mussalman".

Sir, — I shall be highly obliged if you kindly publish the following in your esteemed paper. I have gone through the Annual Report of

the Sakhawat Memorial Girls' school read at the last prize distribution ceremony, and from a perusal of it, I find that Bengali is taught there as an optional language, to be taken by those whose parents desire that they should know a little of Bengali. The medium of instruction in the school is Urdu. It is difficult for a girl, whose mother tongue is Bengali to get her education there. It is therefore desirable that either a separate girls' school should be started in Calcutta where the medium of instruction should be Bengali, so that our girls, whose mother tongue, I am proud to say, is Bengali, may have their education there, or due provision should be made in the Sakawat Memorial Girls' School for imparting education through the medium of Bengali.

In my humble opinion, it would now be difficult for us to start a separate girls' school, as that involves a large outlay. There are other reasons too which need not be detailed here.

Then the second suggestion that proper facilities should be given to Bengali-speaking girls to get their education in the Sakhawat Memorial Girls' School, should receive due consideration and the managing committee of the said school should kindly see that proper arrangements are made for our girls. It is an undeniable fact that more than 99 percent of the Mussalmans of Bengal are Bengali-speaking, so they have greater claim on that school than the Urdu-speaking Mussalmans. It is very regrettable that the majority should suffer for the minority. I have nothing to say against the imparting of education through the medium of Urdu, for the Urdu-speaking girls too must have their education. But Presidency inhabited by an overwhelming majority of Bengali-speaking people there is not a single institution for Musslaman girls where education is imparted through the medium of Bengali. If any separate school for Bengali-speaking Mussalman girls be needed, it ought to be started without delay however difficult it may be. While Government is giving about Rs. 150 a month for the maintenance of an Urdu girls school, it ought not to grudge, if 99 times 450 rupees be demanded for a Bengali speaking girls' school

of Mussalmans. You Sir, I understand, are a member of the Sakhawat Memorial Girls' School Committee and you always advocate Bengali for the Bengali-speaking Mussalmans. I regret that the matter has so long escaped your notice. I also regret that Mrs. R. S. Hossein, a daughter of Bengal, of whom the people of Bengal are proud and who has devoted her life to the cause of female education, has been doing very little for the education of her Bengali-speaking sisters.

Nehalpur, R. RAHMAN
23-5-17

June 8, 1917

URDU AND BENGALI

To

The Editor of The "Mussalman".

Sir, — I shall feel highly thankful if you kindly insert the following in an early issue of your journal.

In your issue of the 25th ultimo you published a letter from Mr. R. Rahman, under the heading "Education of Bengali-speaking Moslem Girls". In his letter Mr. Rahman finds fault with the present mode of imparting instruction in Urdu and advocates wholesale introduction of Bengali in the Sakhawat Memorial School. He has raised a question which deserves serious consideration of our community. The vexed problem of Urdu "versus" Bengali has not yet been finally settled so far the medium of instruction for the Mohamedan boys in public schools is concerned. But the unfortunate agitation started by some of our leading men in favor of Bengali has already done more harm than good to the spread of true Mohamedan Education in Bengal. As a result of this agitation the Muktabs, which were being started with an avowed object of imparting that sort of education which appeals to Mohamedan feelings and which was bound to form a national life

amongst us are now at a discount and are not receiving so much encouragement as they did a few years back. We should therefore thrice think before we rush on and attack an institution which has amply justified its existence by the immense good it is doing to our community. Surely I can not join issue with Mr. Rahman when he feels proud of speaking Bengali as his mother-tongue, but I hope he will permit me to say that Urdu is one of the blessings of the Mohamedan rule in India of which heritage every Mohamedan must feel proud too. Be that as it may, Mr. Rahman has overlooked the following facts which, if only considered, will, I feel sure, help him in coming to a true conclusion and in changing his views with respect to the Sakhawat Memorial School.

(a) In towns like Calcutta, Dacca, & c., the Urdu-speaking Mohamedan population is yet so large as can hardly be served by one or two institutions imparting instruction in Urdu, such as the Sakhawat Memorial School.

(b) No Mohamedan would consider it desirable that our female education should consist of the instructions given in an average girls' school in Bengal. No far from it. The Mohamedan female education must primarily mean a knowledge of our religious rites and household duties, &c. In the absence of suitable text books in Bengali Mohamedan female education demands for various reasons that the Mohamedan girls particularly those living in big towns, should be trained in Urdu.

(c) In view of the success that the Sakhawat Memorial School has already achieved in the course of its short existence it will be prudent on the part of Mr. Rahman to let it alone so that it may work out its goal, but I would not object if Mr. Rahaman and his friends who think that there a great demand for Bengali in preference to Urdu start another school on their own lines instead of adversely criticizing a flourishing institution which is contributing so much towards Mohamedan female education in this town.

6, Hospital Street,
Calcutta.

NOWSHER ALI KHAN EUSOFZAI

URDU AND BENGALI

To

The Editor of The "Mussalman".

Sir, — I shall be highly obliged if you kindly publish the following in your esteemed paper.

In your issue of the 8th instant Moulvi Nowsher Ali Khan Eusofzai took a little undue advantage in criticizing me for my article "Education of Bengali-speaking Moslem Girls" which appeared in your issue of the 25th ultimo, without going deep into the problem that was raised by me. In my humble opinion either he did not carefully read the article or he has not sufficient merit to understand the same. It would be sufficient for me to quote a few lines from the article of the Moulvi Saheb and that of me.

The Moulvi Saheb writes : "In his letter Mr. Rahman finds fault with the present mode of imparting instruction in Urdu and advocates wholesale introduction of Bengali." Whereas I wrote, "Then the second suggestion that proper facilities should be given to Bengali-speaking girls to get their education in the Sakhawat Memorial Girls' School, should receive due consideration and the managing committee of the said school should kindly see that proper arrangements are made for our girls. I have nothing to say against the imparting of education through the medium of Urdu, for the Urdu-speaking girls too must have their education."

I am sorry to say that he came forward to make such a gross misstatement.

As for the objections raised by him against the imparting of Moslem female education in Bengali, I wish to deal with them in a future issue of your paper.

Nehalpur R. RAHMAN

12-6-17

June 22, 1917

URDU AND BENGALI

To

The Editor of The "Mussalam".

Sir, — I am very thankful to you for giving publicity to my letter in your issue of the 15th instant, in which I tried to clear the misstatement made by Moulvi Nowsher Ali khan Yusufzai in regard to my letter under the heading "Education of Bengali-speaking Moslem Girls", which appeared in your issue of the 25th ultimo. I think, your readers remember well, that in that letter I pointed out that due provision should be made in the Sakhawat Memorial Girls' School for the education of Bengali-speaking Moslem girls. In reply to that letter Moulvi Nowsher Ali Khan Eusofzai wrote, "But the unfortunate agitation (Urdu versus Bengali) started by some of our lending men in favor of Bengali has already done more harm than good to the spread of true Mohamedan Education in Bengal. As a result of this agitation the Muktabs, which were being started with an avowed object of imparting that sort of education which appeals to Mohamedan feelings and which was bound to form a national life amongst us are now at a discount and are not receiving much encouragement as they did a few years back." What a sane argument is this! In my humble opinion the Moulvi Saheb has no correct knowledge of the sort of education that is being given in the village Muktab at Nehalpur which is now a primary pathsala and I also examined the condition, the knowledge thus gained by me has made me bold enough to say that the present Muktab system will prove more or less a failure and it is doing harm to the cause of Mohamedan education in Bengal instead of advancing it.

The reason is obvious. First of all it is very difficult for us to secure Moulvis for the teaching of Urdu in our Muktabs on a pay of Rs. 4 or 5 a month and even if Moulvis be available on such a small pay it cannot be expected that they will discharge their duty satisfactorily. In our sub-division I found to my utter surprise that in the four years course

of the Muktab education our Moulvi Sahebs could not even finish Urdu-ki-Pahli Ketab and Ampara. As Secretary of Nehalpur Muktab I once asked our Moulvi Saheb to take his class daily. In reply he said, "It takes at least about 3 or 4 hours to teach Urdu and Ampara to 40 or 50 boys and Rs. 4 is not sufficient for it. At the same time I am receiving the grant of the Board without teaching the boys anything. In my opinion you have nothing to say against me when I have secured the grant by feeding the Inspecting officers". Our Moulvi Saheb had been kind enough to give sumptuous feast to the Mohamedan Inspecting officers, and for which act of kindness be secured his grant from the District Board. Most of the Muktabs are in this condition now.

I hope I shall be pardoned If I say that I am myself a living example. I passed the Matriculation examination with Persian as my second language. My vernacular is Bengali and I did not care to read Urdu but I have not felt the least difficulty in making myself intelligible to Mussalmans of Upper India while I have been there. I pick up Urdu and can talk also in that language though I confess, I murder Urdu grammar and I am not ashamed of that.

Moulvi Nowsher Ali Khan Yusufzai, in his letter, indulged in random talks and accordingly I have had to say something irrelevant to the issue. As for imparting education in Urdu which the Moulvi Saheb advocates I wish to say my say in a future issue of your paper.

Nehalpur R. RAHMAN
19-6-17

March 28, 1919

THE LADIES' CONFERENCE. — A CONTRADICTION.

To

The Editor of The "Mussalman".

Sir, — It is greatly to be regretted that the statement recently communicated to the press by Mrs. S. Hussain regarding the

supposed "split" in the Calcutta Session of the All-India Muslim Ladies' Conference does not correctly represent the facts. I would have taken no notice of the matter but for the fact that the name of the honored lady who presided at the Conference, is mentioned in the communique in connection with an inaccurate statement of facts which I feel bound to contradict.

The truth of the matter is that the President had nothing whatever to do with the change of the site of the pandal in which the Conference was held. On the contrary, she expressly intimated her desire to remain aloof from all discussions regarding the place of meeting, no sooner the question was raised. She also stated publicly that she would have no objection to go to any place where it might be decided to hold the Conference.

It was in fact, I in my capacity as Secretary to the Conference and not the President, who made the change as regards the place selected for the pandal of the Muslim Ladies' Conference at Calcutta and I duly informed the Members of the change by means of a notice published over my signature. This was not an unconstitutional act as alleged. The same thing happened at a previous conference at Delhi where a man of light and leading like Hazik-ul-Mulk Hakim Ajmal Khan immediately and readily changed the proposed site of the meeting as it did not meet with my approval.

In the present case, I changed the site after due consultation with Mrs. Skhawat Hussain, Secretary of the Muslim Ladies' Association and after she had explicitly informed me that she would have no objection whatever to the change.

The ladies of the Reception Committee approved of the new site and most of them, including Mrs. Hakim, Mrs. Wahab, Mrs. Rasool and others, took part in the Conference.

The Honorary Secretary, Muslim Ladies Association, is to be congratulated on the counter conference said to have been held by her, composed of the six hundred ladies who are alleged to have

"seceded" from the Conference for the mere reason that the place of meeting happened, for good reasons to have been changed.

Mrs. Abdul Latif Khan alone contributed Rs. 1500 towards the Conference, many other ladies of Calcutta also gave generous donations. In addition, moving appeals were made to "all the Muslim men and women of India" for funds. Evidently Mrs. S. Hussain had to find some way of accounting satisfactorily for the large amounts so collected because the Conference proper did not benefit by these collections.

NAFIS DULHAN
Hon. Secretary, All India Muslim
Ladies' Conference

Jan. 19, 1917

Notes and News

SAKHAWAT MEMORIAL GIRLS' SCHOOL.

Mrs. Abdul Karim has offered a gold medal to be awarded to such a girl as the school authorities may select on the results of the last annual examination, in honour of H. E. Lady Chelmsford's visit to the school on the 9th instant. It will be remembered that last year this lady paid Rs. 450 being half the cost of a bus built for the school.

Jan. 12, 1917

Notes and News

SAKHAWAT MEMORIAL GIRLS' SCHOOL

Her Excellency Lady Chelmsford visited the Sakhawat Memorial Girls' School in Lower Circular Road on Tuesday Morning at about 11

a. m. She was shown over the class room by Mrs. R. S. Hossain, the Foundress-Suptd. accompanied by Miss Hridaybala Bose M. A. Inspectress of Schools. Her Excellency expressed herself as highly pleased with all that she saw and thought that the School was doing splendid work. She admired Mrs. Hossain's zeal and devotion in the cause of educating the girls of her community on sound and practical lines so as to make them happy, healthy and strong, and praised the excellent arrangements that existed for observing prudah.

পরিশিষ্ট

প্রেম-রহস্য

কবি বলেন, যাহা সুন্দর মনোহর, মানুষ তাই ভালবাসে। শৈশবে চন্দ্রমার প্রতি আমাদের অকপট ভালবাসার ঐ কারণ। শিশু ফুল ভালবাসে যেহেতু ফুল অতি সুন্দর। এই নিয়ম অনুসারে যাবতীয় উপন্যাসের নায়িকাই "সুন্দরী" হইতে বাধ্য হইয়াছে। নহিলে নায়িকা প্রথমে দর্শকের নয়নরঞ্জন, অতঃপর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থা হইতে পারে না।

বলি, যদি কেহ ঐ নিয়ম ভঙ্গ করে? — অর্থাৎ যদি কোন কুৎসিত বিশ্রী বস্তুকে ভালবাসে, তবে কি সে কবিসমাজের বিধান অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে? তা যদি হয়, হউক! প্রেমিক প্রাণ দিতে কাতর নহে।

প্রেম কি? এই রহস্য অতি বড় পণ্ডিতেরাও ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই, আর তুমি আমি কোন্ ছার? তবে আমি এখন জীবনবর্ত্মের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া এই সুদীর্ঘ ষাট বৎসরের বহুদর্শিতায় প্রেম সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র বুঝিলাম যে, ও রহস্য দুর্ভেদ্য! যিনি প্রেম সম্বন্ধে কোনরূপ বিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত 'অন্ধের হস্তী দর্শনের' ন্যায়! — অন্ততঃ আমার ধারণা ঐরূপ!

এস্থলে আমার জীবনের কতিপয় ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আমি হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান — সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই ভাল বাসিয়াছি। আমি বালিকা, প্রৌঢ়া, প্রাচীনা — সকল বয়সের লোককেই ভাল বাসিয়াছি। কিন্তু কেন ভাল বাসিয়াছি, তাহা আজি পর্যন্ত বুঝি নাই।

আমি কয়েক মাস আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরার নিকট উড়িষ্যায় ছিলাম। সে অনেক দিনের কথা। আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত তথায় গিয়াছিলাম। উড়িষ্যার লোকেরা বড় ভীরু প্রকৃতির। আমাদের বাঙ্গালার ত্রিসীমায় (বিশেষতঃ আমার ভগ্নীপতির উপস্থিতি সময়) কেহ আসিত না। আসিত কেবল এক জন! প্রেমিকের অগম্য কোন স্থান নাই — প্রেমিকের গিরি লঙ্ঘন করিতে হয়, বিনা নৌকায় দুস্তর সাগর পার হইতে হয়, কত কি করিতে হয়, — আর এ "হাকিম বাবুর" বাসাবাটীর নিকট আগমন ত সামান্য ব্যাপার!

প্রত্যুষে উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইলে দেখিতাম একটি বালিকা আমাদের বাঙ্গালার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে! আমি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতাম ; ঘুরিয়া ফিরিয়া যখনই বারান্দায় আসিতাম, দেখিতাম সেই চক্ষু দুটির দৃষ্টি আমার প্রতি!

আমার ভগ্নীপতি আফিসে গেলে পর মধ্যাহ্নে যখন আমরা দুই ভগিনী অলস সময় কাটাইবার জন্য কোনরূপ বুনন গাঁথন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতাম, অথবা যখন গল্প করিতে করিতে দিদি তক্তপোষের উপর ঘুমাইয়া পড়িতেন, আর আমি কোন পুস্তক পাঠে রত থাকিতাম, কবিতার ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া বাহ্য জগৎ ভুলিয়া থাকিতাম, — সেই সময় দৈবাৎ মাথা তুলিয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতাম, জানালার নিকট বাহিরে চম্পা (সেই বালিকা) আমাকেই দেখিতেছে।

একদিন কৌতূহলপরবশ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন আসিস্?"

চম্পা নত মস্তকে মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "তোম্হঙ্কু দেখিবাকু" (তোমাকে দেখিতে)। বলিয়াই আবার শঙ্কিত হইল ; সভয়ে আমার মুখ দেখিতে লাগিল। আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বালিকা পলায়ন করিল। বলা বাহুল্য চম্পার কথা শুনিয়া আমার মনে যারপর-নাই আনন্দ হইল। আমাকে সে প্রতিদিন দেখিতে আইসে ভাবিয়া কেমন একটু অহঙ্কারও অনুভব করিলাম। মানব হৃদয় বুঝি চিরদিনই প্রেম-ভিখারী, তাই (যদিও আমার স্নেহময় আত্মীয় স্বজনের অভাব ছিল না তবু) এ অযাচিত প্রেমলাভে, কাঙ্গালের ধনরত্নলাভে আহ্লাদিত ও গর্ব্বিত হওয়ার ন্যায়, আমিও অতিশয় পুলকিত হইলাম।

সময় সময় দেখিতাম আমাদের ঝী চাকরেরা চম্পাকে তাড়া দিয়া বলিত, "এখানে রোজ কি কর্ত্তে আসিস্? সে বিনীত ভাবে উত্তর দিত, "টিকে তাহাঙ্কু দেখি যাই" (তাঁহাকে একটু দেখে যাই)। একদিন আয়া তাহাকে অতি কর্কশস্বরে আমার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিল। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই চম্পা চলিয়া গেল। আমার বড় দুঃখ হইল। আয়াকে তাহার নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করায় সে বলিল, "ও যে জাতে চাঁড়াল, ওর ছায়া মাড়াতে নেই"। তাহার ছায়া মাড়াইলে আয়াকে স্নান করিতে হইত। চম্পা অস্পৃশ্য চণ্ডাল বলিয়া আমি তাহাকে হৃদয়চ্যুত করিতে পারি নাই। সে সুন্দরী ছিল না. বরং অতি কাল কুৎসিত ছিল ; তবু আমি তাহাকে দেখিলে সুখী হইতাম।

আমাদের এই বিমল বিশুদ্ধ ভালবাসা লইয়া দিদিরা আমোদ করিতেন। দিদির এক প্রৌঢ়া ননদ সেখানে ছিলেন ; তিনিও আমাদিগকে যথেষ্ট জ্বালাতন করিতেন। তিনি বলিতেন "তাহেরা (আমি) চম্পার সহিত আবার মধু-মাস (Honeymoon) যাপন করিতেছে!" সে সময় আমার বিবাহিত জীবনের সপ্তম বৎসর ছিল।

সুখের দিন অস্থায়ী। রবিবারে দুলা-ভাই (আমার ভগ্নীপতিকে আমি আশৈশব দুলা-ভাই বলিয়া ডাকিতাম) আমাদের কক্ষে আসিয়া বসিলেন। আমাদের তিন জনকে অর্থাৎ

আবৃত্তিকালে আমার হৃদয় দ্বিধা হইতেছিল! ভাবিয়াছিলাম এইভাবে আরও কিছুদিন কাটিবে। কিন্তু না — ।

সেদিন বুধবার সন্ধ্যা। আমার রোগী অদ্য আমাকে চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন না ; আমি কাতরে ডাকিলাম, সাড়া দিলেন না। এই অনাদরে (?) আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। আমার চক্ষে জল দেখিলে তাঁহার কন্যা-বধূরা ধৈর্য্যহারা হইয়া গোল বাধাইবেন, এই ভয়ে অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলাম। ঐ সময় অশ্রু সম্বরণ কি কঠিন ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কে বুঝিবে?

আমি তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলাম, এমন সময় (আমার করস্পর্শে!) তাঁহার নয়ন উন্মীলিত হইল, অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বহিন্! আজ বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছি।" সেই "বহিন্" শব্দটি কেমন প্রাণভরা ভালবাসার সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা যে একবার শুনিয়াছে সে আর এ জীবনে ভুলিতে পারে নাই।

বৃহস্পতিবার রাত্রি ; আমার রোগীর হস্তপদ শীতল হইয়াছে। আমি সেই প্রাণহীন হাত দু'খানি গরম করিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছিলাম, — আমার সম্মুখেই কি করিয়া তাঁহার প্রাণপাখী উড়িয়া গেল, দেখিতে পাইলাম না!

* * * * * * * *

প্রেমের আলোচনা যতই করি, ততই দেখি উহা দুর্ব্বোধ। প্রেমিক-হৃদয় নবনী সদৃশ কোমল ; আবার পাষাণবৎ কঠিন। কখনও দেখি, প্রেম অতিশয় দৃঢ়, কখনও দেখি, ভঙ্গপ্রবণ! ইহা শিশুর হৃদয়ে থাকে, প্রবীণ-হৃদয়েও থাকে — বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়। প্রেম কি স্বর্গীয় কোন তরুর মত — আমাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ শাখা পল্লবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে? অথবা প্রেম কি কোন ভাষার মত রাগরাগিণীর মত মানবের প্রাণে নানা ছন্দে ঝঙ্কারিত হয়? যাহা হউক, বুঝা গেল না, প্রেমের স্বরূপ কি। বুঝিলে এইমাত্র বুঝি, প্রেমের আদি অন্ত নাই — প্রেম রহস্য দুর্ভেদ্য!

গ্রন্থপঞ্জি

আনিসুজ্জামান	মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।
আবুল ফজল	সাংবাদিক মুজিবর রহমান ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭।
আবদুল কাদির (সম্পাদিত)	রোকেয়া রচনাবলী ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩ ; দ্বি-মু ১৯৮৪।
গোলাম মুরশিদ	রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া/নারী প্রগতির এক-শো বছর ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।
মোশফেকা মাহমুদ	পত্রে রোকেয়া পরিচিতি ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫।
মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ; ঢাকা : আহমদ পাবিলিশিং হাউস, ১৩৯৫।
মুহম্মদ শামসুল আলম	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন/জীবন ও সাহিত্য ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।
লায়লা জামান	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।
Bhuiyan Iqbal (ed.)	Selections from The Mussalman (1906-08) ; Calcutta : Papyrus,1994.